সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা, ১৯৭৯

The General Provident Fund Rules, 1979

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে এবং এই সংক্রান্তে প্রণীত সকল বিধি বাতিল করিয়া উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের (জনবিভাগ) এর ২০ নভেম্বর, ১৯৭৮ তারিখের Notification No. PS/Admn/8(24)/78-1569 এর দ্বারা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া বিধিমালাটি প্রণয়ন করেন। বিধিমালাটি অর্থ বিভাগের ৮ আগস্ট, ১৯৭৯ তারিখের Notification No. MF(RU)-1(5)/79/28 দ্বারা জারি করা হয় এবং ২০ আগস্ট, ১৯১৯ তারিখের গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।)

সংজ্ঞা। বিধি-২

(ক) পরিবার অর্থ চাঁদাদাতার স্ত্রী/স্ত্রীগণ/স্বামী, সন্তান এবং মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী/স্ত্রীগণ ও সন্তানগণ । বিধি-২ এর উপবিধি (১) এর দফা (সি)

(খ) ইনক্রিমেন্ট অর্থ সরকার ঘোষিত যে কোনো গ্রান্ট, প্রিমিয়াম বা শেয়ার। [বিধি-২ এর উপবিধি (১) এর দফা (ডি ডি), প্রজ্ঞাপন নং এস, আর, ও নং-২৩৪-আইন/২০০৯, তারিখ:১৯ অক্টোবর, ২০০৯ দ্বারা ''ইনক্রিমেন্ট'' এর সংজ্ঞা সংযোজন করা হয়।]

তহবিলে যোগদানের যোগ্যতা। বিধি-৪

প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে যোগদানের জন্য আবশ্যক নয় বা অনুমতিপ্রাপ্ত নয়, এমন সকল সরকারি কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে যোগদানের যোগ্য। উল্লেখ্য অবসর গ্রহণের পর চুক্তিভিত্তিক পুনঃনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারী স্বেচ্ছাধীন চাঁদাদাতা হিসাবে তহবিলে যোগদান করিতে পারিবেন।

চাঁদাদাতা। বিধি-৫

সরকারি কর্মচারীর চাকরির মেয়াদ দুই বৎসর পূর্ণ হইলে বাধ্যতামূলক চাঁদাদাতা হিসাবে তহবিলে যোগদান করিতে হইবে। তবে চাকরির মেয়াদ দুই বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেও ইচ্ছা করিলে তহবিলে যোগদান করিতে পারিবেন এবং ৫২ বৎসর বয়সে উপনীত হইলে তহবিলে চাঁদা প্রদান বন্ধ করিতে পারিবেন।

মনোনয়ন। বিধি-৬

৬। (১) প্রত্যেক চাঁদাদাতা তহবিলে যোগদানের সময় এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করিয়া মনোনয়নপত্র হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন। মনোনয়ন দানের সময় চাঁদাদাতার পরিবারের কোনো সদস্য থাকার ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্য বহির্ভূত কোনো ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেয়া যাইবে না।

(২) একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দানের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ মনোনয়ন পত্রে উল্লেখ করিতে হইবে।

CamScanner

চাঁদা প্রদানের শর্ত। বিধি-৮ ও ১০

১। সাময়িক বরখাস্তের সময় ব্যতীত প্রত্যেক চাঁদাদাতা প্রতিমাসে তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন। তবে চাঁদাদাতা ছুটি ভোগের সময়ে চাঁদা প্রদান না করার অপশন গ্রহণ করিতে পারিবেন। উল্লেখ্য সাময়িক বরখাস্তের পর চাকরিতে পুনর্বহাল হইলে বরখাস্ত সময়ের চাঁদার পরিমাণের অতিরিক্ত নয়, এমন যে কোনো পরিমাণ চাঁদা এককালীন বা কিস্তিতে প্রদান করিতে পারিবেন। বিধি-৮

২। ফরেন সার্ভিসে বা বর্হিবাংলাদেশে প্রেষণকালেও চাঁদা প্রদান করিতে হইবে। বিধি-১০

চাঁদার হার। বিধি-৯

(১) নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে চাঁদাদাতা চাঁদার হার নিজে নির্ধারণ করিবেন-

(ক) ইহা সর্বদা পূর্ণ টাকায় হইবে; এবং

(খ) তহবিলে চাঁদার হার হইবে নিম্নরূপ-

(অ) সর্বনিম্ন চাঁদা	মূল বেতনের ৫%
(আ) সর্বোচ্চ চাঁদা	মূল বেতনের ২৫%

নোট : টাকার ভগ্নাংশ পরবর্তী পূর্ণ টাকায় পরিবর্তিত হইবে।

(২) চাঁদাদাতার বেতন বলিতে প্রাপ্য মূল বেতন বুঝাইবে।

(৩) চাঁদাদাতা প্রতি বৎসর তাঁহার নির্ধারণকৃত মাসিক চাঁদার পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের ৩০ জুন তারিখে উক্ত মাসের বেতন বিল হইতে এবং তহবিলে প্রথমবারের মতো যোগদানের ক্ষেত্রে যোগদানকৃত মাসের বেতন বিল হইতে কর্তন করিয়া চাঁদার হার নির্ধারণ করিবেন।

(৪) উক্তরূপে নির্ধারিত চাঁদার হার উক্ত বৎসর ব্যাপী অপরিবর্তিত থাকিবে। [এস.আর.ও নং ৩৭৭-আইন/২০১৫, তারিখ: ২১ ডিসেম্বর, ২০১৫ দ্বারা তহবিলে চাঁদার হার সংশোধন করা হয় এবং সংশোধিত হার ১ লা জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখ হইতে কার্যকর করা হয়।]

চাঁদা আদায়। বিধি-১১

(১) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ট্রেজারি হইতে অথবা বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস হইতে বেতন গ্রহণ করার ক্ষেত্রে চাঁদা, প্রদত্ত মূল অগ্রিম ও উহার সুদ বা ইনক্রিমেন্ট বেতন হইতে কর্তন পূর্বক আদায় করিতে হইবে।

(২) অন্য কোনো উৎস হইতে বেতন গ্রহণ করার ক্ষেত্রে চাঁদাদাতা তাঁহার মাসিক চাঁদা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।

CamScanner

(৩) বাধ্যতামূলক চাঁদাদাতা হিসাবে যোগদানের তারিখ হইতে কোনো কর্মচারী চাঁদা প্রদানে ব্যর্থ হইলে সুদ বা ইনক্রিমেন্টসহ বকেয়া চাঁদা তাৎক্ষণিকভাবে তহবিলে প্রদান করিতে হইবে। চাঁদা প্রদানে ব্যর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত কিস্তিতে বা অন্যভাবে বেতন হইতে কর্তন পূর্বক আদায়ের জন্য হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা নির্দেশ প্রদান করিবেন।

জমার উপর সুদ বা ইনক্রিমেন্ট। বিধি-১২

(১) সরকার প্রতি বৎসরের জন্য যে হার নির্ধারণ করিবে, উক্ত হারে তহবিলের জমার উপর সরকার সুদ বা ইনক্রিমেন্ট প্রদান করিবে।

(২) প্রতি বৎসরের শেষ দিনে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে জমার উপর সুদ বা ইনক্রিমেন্ট প্রদেয় হইবে-

(অ) পূর্ববর্তী বৎসরের শেষ দিনের জমার উপর– চলতি বৎসরে উত্তোলনকৃত অর্থ বাদে বাকী জমার উপর ১২ (বার) মাসের সুদ বা ইনক্রিমেন্ট;

(আ) চলতি বৎসরে উত্তোলনকৃত অর্থের উপর– বৎসরের প্রারম্ভ হইতে যে মাসে তহবিল হইতে অর্থ উত্তোলন করা হয় উহার পূর্ববর্তী মাসের শেষ দিন পর্যন্ত সুদ বা ইনক্রিমেন্ট;

(ই) পূর্ববর্তী বৎসরের শেষ দিনের পরে জমাকৃত অর্থের উপর– জমাদানের তারিখ হইতে চলতি বৎসরের শেষ দিন পর্যন্ত সুদ বা ইনক্রিমেন্ট;

(ঈ) মোট সুদের বা ইনক্রিমেন্টের পরিমাণ নিকটবর্তী পূর্ণ টাকায় রূপান্তরিত হইবে। (পঞ্চাশ পয়সা হইলে তাহা পরবর্তী পূর্ণ টাকায় পরিবর্তিত হইবে):

তবে চাঁদাদাতার ভবিষ্য তহবিলের অর্থ প্রদেয় হওয়ার ক্ষেত্রে এই উপবিধির অধীনে চলতি বৎসরের প্রথম দিন হইতে বা জমার তারিখ হইতে, যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, প্রদেয় হওয়ার তারিখ পর্যন্ত সুদ বা ইনক্রিমেন্ট প্রদান করা হইবে।

(৩) জমার তারিখ হইবে, বেতন হইতে কর্তনের ক্ষেত্রে যে মাসে আদায় করা হয়, ঐ মাসের প্রথম দিন এবং চাঁদাদাতা কর্তৃক চাঁদা প্রেরণের ক্ষেত্রে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা চাঁদা যে মাসের পাঁচ তারিখের পূর্বে পাইবেন ঐ মাসের ১ তারিখ, মাসের পাঁচ তারিখে বা উহার পরে পাওয়া গেলে পরবর্তী মাসের ১ তারিখ।

(৪) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা যে তারিখে নগদ অর্থ প্রদান করিবেন বলিয়া উক্ত ব্যক্তিকে বা তাঁহার প্রতিনিধিকে অবহিত করেন, অথবা যে তারিখে অর্থ প্রদানের চেক ডাকে দেন, ঐ তারিখের পূর্ববর্তী মাসের শেষ দিন পর্যন্ত সুদ বা ইনক্রিমেন্ট প্রদেয় হইবে।

(৫) কোনো চাঁদাদাতা তহবিলের জমার উপর সুদ বা ইনক্রিমেন্ট গ্রহণ করিবেন না মর্মে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে অবহিত করিলে উক্ত ক্ষেত্রে সুদ বা ইনক্রিমেন্ট প্রদান করা হইবে না। তবে পরবর্তী পর্যায়ে সুদ বা ইনক্রিমেন্ট গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, যে বৎসর অবহিত করিবে, ঐ বৎসরের প্রথম দিন হইতে সুদ বা ইনক্রিমেন্ট পাইবেন। চাঁদাদাতা তহবিলে ইতিমধ্যে জমাকৃত সুদ বা ইনক্রিমেন্ট গ্রহণ না করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে উক্ত জমাকৃত সুদ বা ইনক্রিমেন্ট বাদ দিতে হইবে।

CamScanner

(৬) এই বিধিমালার বিধানের অধীনে জমাকৃত অর্থের উপর যে সুদ বা ইনক্রিমেন্ট উহাও চাঁদাদাতার জমার সহিত একত্রীভূত হইবে এবং জমা ও সুদ বা ইনক্রিমেন্ট উভয়ের উপর উপবিধি-(১) অনুযায়ী নির্ধারিত হারে সুদ বা ইনক্রিমেন্ট প্রদান করিতে হইবে।

তহবিল হইতে অগ্রিম:

অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ। বিধি-১৩ (১)

তহবিলে সঞ্চিত অর্থ হইতে নিম্নোক্ত কর্তৃপক্ষগণ অগ্রিম মঞ্জুর করিতে পারিবেন, যথা :-

(ক) গৃহ নির্মাণ ও বিশেষ বিবেচনার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অগ্রিম ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে অগ্রিম গেজেটেড কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রধান মঞ্জুর করিতে পারিবেন, অগ্রিম গ্রহণকারী কর্মকর্তা নিজেই বিভাগীয় প্রধান হইলে উক্ত ক্ষেত্রে সরকার অগ্রিম মঞ্জুর করিবেন। ননগেজেটেড কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অফিস প্রধান অগ্রিম মঞ্জুর করিবে। তবে অফিস প্রধানের নিম্নপদস্থ কোনো কর্মকর্তা অগ্রিম গ্রহণকারী কর্মচারীর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হইলে উক্ত ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অগ্রিম মঞ্জুর করিতে পারিবেন;

(খ) দফা (ক) তে বর্ণিত মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ গৃহ নির্মাণ এবং বিশেষ বিবেচনার উদ্দেশ্যে প্রদেয় অগ্রিম মঞ্জুর করিবেন। তবে বিভাগীয় প্রধানের অধস্তন কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে উক্ত অগ্রিম বিভাগীয় প্রধান মঞ্জুর করিবেন এবং বিভাগীয় প্রধানের উক্ত অগ্রিম সরকার মঞ্জুর করিবে ।

(গ) অফেরতযোগ্য অগ্রিম বিভাগীয় প্রধানের অধস্তন কোনো কর্তৃপক্ষ মঞ্জুর করিতে পারিবেন না। বিভাগীয় প্রধানের অফেরতযোগ্য অগ্রিম সরকার মঞ্জুর করিবে।

অগ্রিমের উদ্দেশ্য। বিধি-১৩ (২)

আবেদনকারীর আর্থিক অবস্থার প্রয়োজনে এই অগ্রিম প্রয়োজন এবং উক্ত অগ্রিম নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে না, এই মর্মে পরিতুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ অগ্রিম মঞ্জুর করিবেন না-

(ক) আবেদনকারীর বা তাঁহার উপর প্রকৃত নির্ভরশীল ব্যক্তির দীর্ঘ অসুস্থতার ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে;

(খ) আবেদনকারীর বা তাঁহার উপর প্রকৃত নির্ভরশীল ব্যক্তির চিকিৎসা বা শিক্ষার জন্য বিদেশ গমনের ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে;

(গ) বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অথবা ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে তাঁহার মর্যাদা অনুসারে অবশ্য পালনীয় ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে;

(ঘ) জীবন বীমার প্রিমিয়াম প্রদানের উদ্দেশ্যে;

CamScanner

(ঙ) বাসগৃহ নির্মাণের জন্য জমি ক্রয় বা বাসগৃহ নির্মাণ বা বাসগৃহ ক্রয় বা মেরামত, অথবা এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে;

(চ) মুসলিম চাঁদাদাতার ক্ষেত্রে প্রথমবারের হজ্জ পালনের ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে;

(ছ) নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে মুসলিম চাঁদাদাতার স্ত্রীর অনুসুলকৃত মোহরানার দাবি পূরণের উদ্দেশ্যে-

(অ) চাঁদাদাতা বিবাহের ব্যয়ের জন্য একবার অগ্রিম গ্রহণ করিয়া থাকিলে পরবর্তী পর্যায়ে মোহরানা পরিশোধের উদ্দেশ্যে পুনঃঅগ্রিম পাইবেন না;

(আ) এই অগ্রিমের পরিমাণ উপবিধি-(৩) তে উল্লেখিত পরিমাণ বা মোহরানার প্রকৃত পরিমাণ, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম, উহার অধিক হইবে না এবং মোহরানার প্রকৃত পরিমাণের প্রমাণ চাঁদাদাতাকে দাখিল করিতে হইবে;

(ই) অগ্রিম গ্রহণের এক মাসের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে মোহরানার অর্থ পরিশোধের প্রমাণ দাখিল না করিলে অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ এককালীন আদায়যোগ্য হইবে।

অগ্রিমের পরিমাণ। বিধি-১৩ (৩) ও (৪)

১। গৃহ নির্মাণ এবং বিশেষ বিবেচনার উদ্দেশ্যে অগ্রিমের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য প্রকার অগ্রিম চাঁদাদাতার ৩ (তিন) মাসের বেতন বা তহবিলে সঞ্চিত অর্থের অর্ধেক, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম, উহার অধিক হইবে না। বিশেষ বিবেচনার ক্ষেত্র ব্যতীত, সুদ বা ইনক্রিমেন্টসহ প্রথম অগ্রিম চূড়ান্ত পরিশোধের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে না। তবে প্রথম অগ্রিম গ্রহণের সময় অগ্রিম প্রদানযোগ্য সমুদয় অর্থ গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে প্রথম অগ্রিম চলার সময়ে ৩ (তিন) মাসের বেতন বা দ্বিতীয় অগ্রিম গ্রহণের সময় তহবিলে সঞ্চিত অর্থের অর্ধেক, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম, উহার সমান দ্বিতীয় অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে। বিধি-১৩(৩)

২। বিশেষ বিবেচনার কারণে অগ্রিম কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তহবিলে সঞ্চিত অর্থের ৭৫% এবং সর্বাধিক ৩টি পর্যন্ত অগ্রিম যুগপৎভাবে মঞ্জুর করা যাইবে। কিন্তু ৩টি বা ততোধিক অগ্রিমের অর্থ অনাদায়ী থাকিলে সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত পুনঃঅগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে না। বিধি-১৩(৪)

গৃহ নির্মাণ অগ্রিম। বিধি-১৩ (৫)

গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে অগ্রিম নিম্নোক্ত শর্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যথা:–

(ক) অগ্রিমের পরিমাণ ৩৬ মাসের বেতন বা তহবিলে সঞ্চিত অর্থের ৮০%, উভয়ের মধ্যে যাহা কম, উহার অধিক হইবে না। তবে আবাসগৃহ মেরামতের উদ্দেশ্যে অগ্রিমের পরিমাণ ১২ মাসের বেতন বা তহবিলে সঞ্চিত অর্থের ৭৫%, এই উভয়ের মধ্যে যাহা কম, উহার অধিক হইবে না;

(খ) একই প্লটে গৃহ নির্মাণের জন্য একবারের অধিক অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে না। কিন্তু সুদ বা ইনক্রিমেন্টসহ প্রথম অগ্রিম সম্পূর্ণ আদায়ের পর উক্ত একই গৃহ মেরামতের জন্য অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে;

CamScanner

(গ) নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে একই গৃহ মেরামতের জন্য অনধিক একটি অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে, যথা–

(অ) গৃহ বাসযোগ্য করার জন্য মেরামত প্রয়োজন;

(আ) এই মেরামত সাধারণ প্রকৃতির নয়; এবং

(ই) গৃহের মূল্যের তুলনায় এই মেরামত বড় ধরনের;

(ঘ) এই অগ্রিম চাঁদাদাতার কর্মস্থলে অথবা অবসরগ্রহণের পর যে স্থানে বসবাস করিতে ইচ্ছা করেন, ঐ স্থানে ব্যক্তিগত বসবাসের প্রকৃত প্রয়োজনীয় আবাস গৃহের ক্ষেত্রে হইতে হইবে;

(ঙ) সাধারণত অগ্রিম কিস্তিতে উত্তোলন করিতে হইবে এবং প্রতি কিস্তির পরিমাণ এইরূপ হইবে যেন উহা দ্বারা পরবর্তী ৩ মাসের ব্যয় নির্বাহ সম্ভব হয়। মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে পরিতুষ্ট হয় যে সমুদয় অর্থ একই সময়ে প্রয়োজন হইবে, তাহা হইলে অগ্রিম এক কিস্তিতে প্রদান করা যাইবে;

(চ) গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে জমি ক্রয়ের জন্য অথবা বাড়ি ক্রয়ের জন্য অথবা একই গৃহ মেরামতের জন্য গ্রহণকৃত ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধের জন্য অগ্রিম প্রাপ্য নয়। তবে আবেদনের অনধিক ১২ মাস পূর্বে ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ ঋণের সত্যতা, পরিমাণ ও প্রকৃত পরিশোধের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পরিতুষ্ট হইলে অগ্রিম মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(ছ) জমির স্বত্ব সম্পর্কে আবেদনকারী মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষকে পরিতুষ্ট করিবেন। তবে ঐ সম্পত্তি সরকারের নিকট বন্ধক রাখিতে হইবে না।

(জ) গ্রহণকৃত অগ্রিম সম্পূর্ণ ফেরত দেওয়ার পূর্বে জমি বা গৃহ বিক্রয় বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করিলে, হস্তান্তরের সংগে সংগে সুদ বা ইনক্রিমেন্টসহ অগ্রিমের অপ্রদত্ত অংশ এককালীন ফেরত দিতে হইবে।

অগ্রিম প্রদান পদ্ধতি। বিধি-১৩ (৬), (৭) ও (৮)

১। আবেদন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধ্যমে নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তা আবেদনকৃত অগ্রিমের প্রয়োজনীয়তা এবং অগ্রিমের পরিমাণ সম্পর্কে নিজস্ব মতামত লিপিবদ্ধ করিবেন। বিধি-১৩(৬)

২। মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ মঞ্জুরিপত্রে অগ্রিম মঞ্জুরের কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন। অগ্রিমের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে তহবিলে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে। সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে মাসে অগ্রিম মঞ্জুর করা হইবে, ঐ মাসের পূর্ববর্তী ৩ মাসের জমাকৃত চাঁদা হিসাবে ধরা যাইবে না। বিধি-১৩ (৭)

৩। শেষ বেতনের প্রত্যয়নপত্রে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিবরণাদির সহিত মঞ্জুরকৃত মোট অগ্রিমের পরিমাণ, আদায়ের কিস্তির সংখ্যা ও প্রতি কিস্তিতে আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ, ইতোমধ্যে আদায়কৃত কিস্তির সংখ্যা ও অর্থের পরিমাণ এবং বকেয়ার পরিমাণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করিতে হইবে। বিধি-১৩(৮)

CamScanner

অফেরতযোগ্য অগ্রিম। বিধি-১৩(৯) ও (১০)

১। চাঁদাদাতার ৫২ বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে কৃষি জমি ক্রয়সহ যে কোনো প্রকৃত উদ্দেশ্যে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ অফেরতযোগ্য অগ্রিম মঞ্জুর করিতে পারিবেন। এই অগ্রিম চাঁদাদাতার নিকট হইতে আদায় করিতে হইবে না এবং সঞ্চিত অর্থ চূড়ান্ত পরিশোধের সময় এই অগ্রিমকে চূড়ান্ত প্রদানের অংশ হিসাবে গণ্য করিতে হইবে। অফেরতযোগ্য অগ্রিমের পরিমাণ অগ্রিম মঞ্জুরের সময় তহবিলে সঞ্চিত অর্থের ৮০% এর অধিক হইবে না। এই অগ্রিম একাধিকবার প্রদান করা যাইবে। তবে অগ্রিমের পরিমাণ প্রত্যেকবারই উক্ত সময়ে তহবিলে সঞ্চিত অর্থের ৮০% এর মধ্যে থাকিতে হইবে। এই অগ্রিম চূড়ান্ত পরিশোধের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে এবং গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যেও ইহা এক কিস্তিতে প্রদান করা যাইবে। বিধি-১৩(৯

২। চাঁদাদাতা ৫২ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর ইচ্ছা করিলে পূর্বে গৃহীত এক বা একাধিক অগ্রিমের অপরিশোধিত অংশকে অফেরতযোগ্য অগ্রিমে রূপান্তর করিতে পারিবেন এবং এই ক্ষেত্রে ইহা চূড়ান্ত প্রদানের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে। বিধি-১৩(১০)

অগ্রিম ও সুদ বা ইনক্রিমেন্ট আদায়। বিধি-১৪

(১) অফেরতযোগ্য অগ্রিম ব্যতীত অন্যান্য অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ যে সংখ্যক কিস্তি নির্ধারণ করিবেন, ঐ সংখ্যক মাসিক সমান কিস্তিতে আদায় করিতে হইবে। তবে চাঁদাদাতার ইচ্ছা ব্যতীত এই কিস্তির সংখ্যা ১২ এর কম হইবে না, এবং কোনোক্রমেই কিস্তির সংখ্যা ৫০ এর বেশী হইবে না। একমাসে একের অধিক কিস্তি পরিশোধ করা যাইবে। কিস্তির পরিমাণ পূর্ণ টাকায় নির্ধারণ করিতে হইবে এবং কিস্তি নির্ধারণের প্রয়োজনে অগ্রিমের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি করা যাইবে।

(২) বিধি-১১ তে বর্ণিত চাঁদা আদায়ের পদ্ধতিতে অগ্রিমের অর্থ আদায় করিতে হইবে। গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে অগ্রিমের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য অগ্রিমের ক্ষেত্রে অগ্রিম গ্রহণের পরবর্তী পূর্ণ মাসের বেতন হইতে আদায় আরম্ভ হইবে।

(৩) গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের ক্ষেত্রে অগ্রিম গ্রহণের পরবর্তী দ্বাদশ মাসের বেতন হইতে বেতনের ১০% হারে আদায় আরম্ভ হইবে। তবে বেতন হইতে গৃহ নির্মাণ অগ্রিমও গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বেতন হইতে গ্রহণকৃত অগ্রিম সুদ বা ইনক্রিমেন্টসহ সম্পূর্ণ আদায়ের পর উপরোক্ত হারে এই অগ্রিম আদায় করিতে হইবে।

(৪) ছুটিকালীন সময়ে বা খোরপোষ ভাতা প্রাপ্তিকালে চাঁদাদাতার সম্মতি ব্যতিরেকে অগ্রিম আদায় করা যাইবে না। পূর্ববর্তী অগ্রিম আদায়কালে বা বেতন অগ্রিম আদায়কালে বা কোনো নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, যাহা বয়োবৃদ্ধদের ক্ষেত্রে অবসরগ্রহণের দিন পর্যন্ত বর্ধিত করা যাইবে, চাঁদাদাতার লিখিত অনুরোধক্রমে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ অগ্রিম আদায় বন্ধ রাখিতে পারিবেন।

(৫) একাধিক অগ্রিম মঞ্জুর করা হইলে আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রতিটি অগ্রিম পৃথক অগ্রিম হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৬)(ক) অগ্রিমের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধের পর মূল অগ্রিমের উপর মাসিক ভিত্তিতে বাৎসরিক ৫% হারে অগ্রিম উত্তোলনের মাস হইতে অগ্রিমের মূল অর্থ চূড়ান্ত পরিশোধের সময় পর্যন্ত যত মাস গত হইয়াছে, উহার উপর সুদ বা ইনক্রিমেন্ট পরিশোধ করিতে হইবে। সুদ বা ইনক্রিমেন্ট হিসাবের ক্ষেত্রে ভাংগা মাসকে পূর্ণ মাস হিসাবে গণনা করিতে হইবে। তবে যে চাঁদাদাতা তহবিলে সঞ্চিত অর্থের সুদ বা ইনক্রিমেন্ট গ্রহণ করেন না, তাঁহাকে অগ্রিমের উপরও সুদ বা ইনক্রিমেন্ট পরিশোধ করিতে হইবে না।

(খ) সাধারণত মূল অগ্রিম আদায়ের পরবর্তী মাসে এক কিস্তিতে সুদ বা ইনক্রিমেন্ট আদায় করিতে হইবে। তবে সুদ বা ইনক্রিমেন্টের পরিমাণ মূল অগ্রিম আদায়ের এক কিস্তির টাকার পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইলে চাঁদাদাতার ইচ্ছানুযায়ী একাধিক মাসিক সমান কিস্তিতে আদায় করা যাইবে। কিন্তু সুদ বা ইনক্রিমেন্টের কিস্তির পরিমাণ মূল অগ্রিম আদায়ের কিস্তির পরিমাণ অপেক্ষা কম হইবে না।

(৭) মঞ্জুরকৃত অগ্রিম আদায় সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই উক্ত মঞ্জুরি বাতিল করা হইলে সুদ বা ইনক্রিমেন্টসহ অগ্রিমের সম্পূর্ণ বা বাকী অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে তহবিলে জমা দিতে হইবে। ফেরত প্রদানে ব্যর্থ হইলে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত কিস্তিতে বা অন্যভাবে বেতন হইতে কর্তন করিয়া হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা উহা আদায়ের নির্দেশ দিবেন। তহবিলের জমার উপর সুদ বা ইনক্রিমেন্ট গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে সুদ বা ইনক্রিমেন্ট আদায় করা যাইবে না।

(৮) এই বিধি অনুসারে আদায়কৃত অর্থ চাঁদাদাতার তহবিলে জমা হইবে।

তহবিলে সঞ্চিত অর্থ চূড়ান্তভাবে উত্তোলন। বিধি-২০

চাঁদাদাতা চাকরি ত্যাগ করিলে বা অবসর উত্তর ছুটিতে গমন করিলে বা অবকাশকালীন ছুটিসহ অবসর উত্তর ছুটিতে গমন করিলে বা ছুটিভোগরত অবস্থায় অবসরগ্রহণের অনুমতি প্রাপ্ত হইলে বা যথাযথ মেডিকেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুনঃচাকরির জন্য অক্ষম বলিয়া ঘোষিত হইলে, চাঁদাদাতার তহবিলে সঞ্চিত অর্থ প্রদেয় হইবে। তবে তহবিলে সঞ্চিত অর্থ উত্তোলনের পর ৫২ বৎসর বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বে পুনর্বহাল বা পুনঃনিয়োগের মাধ্যমে চাকরিতে প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ নির্দেশ প্রদান করিলে বিধি-১২ তে বর্ণিত হারে সুদ বা ইনক্রিমেন্টসহ পূর্বে উত্তোলনকৃত অর্থ মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিলে ফেরত দিতে হইবে।

চাঁদাদাতার মৃত্যুতে তহবিলের সঞ্চিত অর্থ প্রদান। বিধি-২১

তহবিলে সঞ্চিত অর্থ প্রদেয় হওয়ার পূর্বে অথবা প্রদেয় হওয়ার পর পরিশোধের পূর্বে চাঁদাদাতা মৃত্যুবরণ করিলে-

(১) চাঁদাদাতার পরিবার থাকিলে-

CamScanner

(ক) চাঁদাদাতা পরিবারের কোনো সদস্য/সদস্যবর্গকে মনোনয়ন করিয়া থাকিলে চাঁদাদাতার মৃত্যুকালে জীবিত মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে মনোনয়নে বর্ণিত অংশ অনুসারে প্রদেয় হইবে;

(খ) পরিবারের কোনো সদস্য/সদস্যবর্গের অনুকূলে কোনো মনোনয়ন না থাকিলে বা মনোনয়ন অবৈধ বা অকার্যকর হইলে তাঁহার পরিবারের সদস্য ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অনুকূলে মনোনয়ন থাকা সত্ত্বেও তহবিলে সঞ্চিত সমুদয় অর্থ তাঁহার পরিবারের সদস্যদেরকে সমহারে প্রদেয় হইবে।

তবে নিম্নে বর্ণিত পরিবারের সদস্য ব্যতীত পরিবারের অন্য কোনো সদস্য থাকিলে নিম্নে বর্ণিত সদস্যগণ কোনো অংশ পাইবেন না-

(ক) প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র, যিনি শারিরীক বা মানসিকভাবে অক্ষম নন এবং জীবিকা নির্বাহেও অসমর্থ নন;

(খ) মৃত পুত্রের প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র, যিনি শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম নন এবং জীবিকা নির্বাহেও অসমর্থ নন;

(গ) বিবাহিতা কন্যা, যাহার স্বামী জীবিত এবং যিনি অন্য কোনোভাবে পরিত্যক্ত বা স্বামীর ভরণপোষণ হইতে বঞ্চিত নন;

(ঘ) মৃত পুত্রের বিবাহিত কন্যা, যাহার স্বামী জীবিত এবং যিনি অন্য কোনোভাবে পরিত্যক্ত বা স্বামীর ভরণপোষণ হইতে বঞ্চিত নন।

উল্লেখ্য মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী/স্ত্রীগণ এবং সন্তান মৃত পুত্র জীবিত থাকিলে যে অংশ প্রাপ্য হইতেন, ঐ পরিমাণ অংশই সকলে সমহারে পাইবেন।

(২) কোনো পরিবার না থাকার ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের অনুকূলে মনোনয়ন প্রদান করিয়া থাকিলে মনোনীত জীবিত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে প্রদেয় হইবে।

তহবিলের সঞ্চিত অর্থ প্রদান। বিধি-২২

(১) তহবিলে সঞ্চিত অর্থ প্রদেয় হইলে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা তাহা চাঁদাদাতাকে বা তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীগণকে অবহিত করিবেন এবং ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ এর ৪ ধারায় বর্ণিত পদ্ধতিতে পরিশোধ করিবেন;[১]

(২) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার বরাবরে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে এই বিধির অধীনে অর্থের দাবি করিতে হইবে। প্রদেয় অর্থ বাংলাদেশে এবং টাকায় প্রদেয় হইবে।

পদ্ধতি সংক্রান্ত বিধান। বিধি-২৫

তহবিলে প্রদত্ত সমুদয় অর্থ "সাধারণ ভবিষ্য তহবিল" নামের সরকারি হিসাবের বহিতে জমা করিতে হইবে। উক্ত হিসাবে জমাকৃত অর্থ প্রদেয় হওয়ার এবং হিসাবরক্ষণ অফিস কর্তৃক অবহিত করণের ছয় মাসের মধ্যে উত্তোলন করা না হইলে

---

[১] Lunacy Act, 1912 রহিত করা হইয়াছে।

বৎসরের শেষে "জমা" খাতে স্থানান্তরিত হইবে এবং "জমা" সংক্রান্ত প্রচলিত সাধারণ বিধি মোতাবেক তাহা পরিচালিত হইবে।

চাঁদাদাতার হিসাব নম্বর। বিধি-২৬

হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক অবহিতকৃত হিসাব নম্বর উল্লেখপূর্বক চাঁদা প্রদান করিতে হইবে। হিসাব নম্বরের যে কোনো পরিবর্তনও একইভাবে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা চাঁদাদাতাকে অবহিত করিবেন।

চাঁদাদাতার হিসাবের বিবরণী। বিধি-২৭

(১) বৎসর শেষে যতশীঘ্র সম্ভব হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা প্রত্যেক চাঁদাদাতার নিকট চাঁদাদাতার তহবিলের হিসাবের একটি বিবরণী প্রেরণ করিবেন। উক্ত বিবরণীতে উক্ত বৎসরের প্রথম দিনের প্রারম্ভিক জের, বৎসরের মধ্যে জমাকৃত ও উত্তোলনকৃত অর্থ, ৩০ জুনে সুদ বা ইনক্রিমেন্ট বাবদ জমার পরিমাণ এবং উক্ত তারিখে সমাপনী জের দেখাইতে হইবে।

(২) চাঁদাদাতা বাৎসরিক হিসাব বিবরণীর শুদ্ধতা সম্পর্কে নিজে নিশ্চিত হইবেন এবং কোনো ভুল পরিলক্ষিত হইলে বিবরণী প্রাপ্তির ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে তাহা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে জানাইবেন।

(৩) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা চাঁদাদাতার চাহিদা মোতাবেক যে বৎসরের হিসাব লিখিত হইয়াছে ঐ বৎসরের শেষ মাসের সমাপ্তিতে তহবিলে মোট সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ বৎসরে একবার চাঁদাদাতাকে জানাইবেন।

অবসর-উত্তর ছুটি ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগকালীন সময়ে চাঁদা প্রদান

(১) কোনো কর্মচারী পিআরএল শুরুর দিন হইতে সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে প্রচলিত হারে অর্থ জমা দিতে পারিবে এবং উক্ত সময় পর্যন্ত মোট জমার উপর মুনাফা প্রাপ্য হইবে;

(২) চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত না হইলে যে তারিখে পিআরএল শুরু হইতো ঐ তারিখ হইতে সর্বোচ্চ ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে প্রচলিত হারে অর্থ জমা দেওয়া যাইবে এবং মোট জমার উপর মুনাফা প্রদেয় হইবে; এবং

(৩) উক্ত ৬ (ছয়) মাস সময় অতিবাহিত হওয়ার পর চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা ১৯৭৯ এর বিধি-৪ (নোট) অনুসরণে স্বেচ্ছাধীন চাঁদাদাতা হিসাবে পুনরায় নতুনভাবে ভবিষ্য তহবিলে যোগদান করিতে পারিবেন। কিন্তু এইক্ষেত্রে তহবিলে জমাকৃত অর্থের মুনাফা হিসাবকালে উহার পূর্বে জমাকৃত অর্থ বিবেচনা করা হইবে না। (প্রজ্ঞাপন নং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০১২.১৪-২৭, তারিখ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১/০৩ ফাল্গুন ১৪২৭)

CamScanner